যে বাধা দেয় তা নয়, অনেক সময় তাকে মদতও দেয়।

Q. POSSibiliSm (সম্ভবনাবাদ)

পরিবেশগত নিয়ন্ত্রণবাদে রক্ষণশীল ভৌগোলিকরা আর্থনিক ভৌগোলিকদের অনেকেই মেনে নিতে পারেন নি। পরিবেশগত নিয়ন্ত্রণবাদের বিরোধিতা করেন যে ধরণী প্রকৃতির বিভিন্ন স্থানের নানান পরিবেশ সেখানকার মানুষের জন্য কিছু সম্ভবনা তুলে ধরে। মানুষ তার নিজস্ব পছন্দ অনুযায়ী সেই সব সম্ভবনা ব্যবহার করে। অর্থাৎ পরিবেশগত নিয়ন্ত্রণবাদে কিছু নেই। যা আছে তা হল সম্ভবনা এবং মানুষের সামাজিক উন্নতির দিক নির্দেশ করে মানুষের বিকাশ চিন্তা ভাবনা পছন্দ বা বিচার। এই দৃষ্টিভঙ্গীতে প্রকৃতির পরিবর্তে মানুষকে সক্রিয় মনে করা হয়। মানুষকে ঘিরে তুলনা আলোচনা করা হয়। প্রকৃতির দায়িত্ব কেবল কতকগুলি সম্ভবনার দ্বার উন্মোচন করা, এ কারণেই এই বক্তব্যকে সম্ভবনাবাদ (possibilism) বলা হয়।

□ সম্ভবনাবাদ এই যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত যে প্রাকৃতিক পরিবেশ অনেক ধরনের মানবীয় সাড়া/সম্ভবনার উপযোগিতা করে। মানুষ তার বিচার বুদ্ধি অনুযায়ী তার মধ্যে এক বা একাধিক সম্ভবনা বেছে নেয়। সম্ভবনাবাদীরা জোরের সঙ্গে বলেন যে মানবসমাজ এবং মানবসভ্যতার ইতিহাসের মধ্যে পরিবেশ এই প্রকার সমর্থিত যে তারা তার ব্যাখ্যায় অসম্ভব। প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজনের জন্য এবং তার পরিবর্তনের জন্য মানুষ নিজেই প্রকৃত সৃষ্টিকারী বিষয়ের উৎপত্তি ঘটায়।

□ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে 1924 সালে ফরাসী ঐতিহাসিক লুসিয়ান ফেবরে (Lucien febre) তাঁর 'A Geographical introduction to histroy' গ্রন্থে মানুষ-পরিবেশের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন প্রকৃতি মানুষকে নির্দিষ্ট কোনো পথে চালিত করে না, বরং অনেকগুলি সুযোগ সামনে এনে দেয়। যা মানুষ তার ইচ্ছা মতো বেছে নিতে পারে। ফেবরের দৃষ্টিভঙ্গি বলেন যে "প্রয়োজন বলে কিছু নেই, যা সর্বত্র আছে তা হল সম্ভাবনা। মানুষ এই সম্ভাবনাগুলির কর্তা হিসাবে নিজে করে তাদের কিভাবে ব্যবহার করা হবে।" তার মতে প্রাকৃতিক পরিবেশকে যে নানাভাবে ব্যবহার করা যায় তা সবকিছু মানুষের উপর নির্ভর করে। তবে এই নানা উপায়ের মধ্যে মানুষ যেটি বেছে নেয় সেটি তার সংস্কৃতির মধ্যে সবচেয়ে ভালো খাপখাওয়া।

→ সম্ভাবনাবাদীদের উপস্থিত ধারণা ভিদাল দ্য লা ব্লাশ (vidal de-la-Blache) (1845-1918) এর ভাবনার সাথে খাপখাওয়া। ভিদাল দ্য লা ব্লাশ তাঁর ব্যাখ্যায় মানুষের গত কর্মের উপর প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাবকে গুরুত্বহীন করেন। তার মতে মানুষের জীবনযাত্রার পদ্ধতি (Life style) হল সমাজ সভ্যতার প্রতিফলন যা প্রাকৃতিক, ঐতিহাসিক এবং সামাজিক প্রভাবের সম্মিলিত ফল। ভিদাল নাই এবং ভিন্ন পরিবেশে মানুষের মধ্যে যে বিভিন্নতা তার ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে এই বিভিন্নতা অভ্যাসের তারতম্যের জন্যই ঘটে।

□ ভিদাল এ কথাও জোর দিয়ে বলেন যে মানুষের প্রাকৃতিক পরিবেশ তার কার্যকলাপের ফলে যথেষ্ট বদলায়। মানুষের বস্তুগত, সাংস্কৃতিগত উন্নতি হতে থাকে এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ বেশি করে বদলানোর ক্ষমতা সে অর্জন করে। সুতরাং মানুষের উপর প্রকৃতি কর্তৃত্ব করে এমন নয়, মানুষও প্রকৃতিকে বদলানোর যথেষ্ট ক্ষমতা রাখে। ভিদাল বিশ্বাস করেন—

আলোক হল প্রকৃতির সবচেয়ে এক প্রকৃতি বস্তু। সবচেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। এর সাহায্যে চিত্রকর তাকে বিভাগ করে বস্তুগুলির তাই তাদের সাহায্য প্রণালীতে (Genre de vie) বিভাগ করে প্রকৃতি ও মানুষ-এগুলিই মূলত চিত্র-বিশ্লেষিত আছে। (dichotomize)

পৃথিবী সৃষ্টি থেকে নানা আকার বিভিন্ন-বিভিন্ন প্রকৃতি এবং বিভিন্ন-বিভিন্ন আবহাওয়া আছে, এই সব স্থানকে এক একটি একটি প্রাকৃতিক সংস্থান বলে। ভূগোলের ভাষায় আমরা যাকে বিভিন্ন-ভাগ করি এটিকে স্থানকে বিভাগ বেষ্ট (Pays) বলে। এর অর্থ বিভিন্ন এলাকা সমূহ।

□ ভূগোল প্রকৃতি ও মানুষের কথা। মানুষের কাজ বেশি গুরুত্ব দেওয়া হলেও চিত্রকর প্রকৃতি ও মানুষের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া সংস্থিতি সম্পর্ক ভূগোলের মুখ্য আলোচ্য বিষয়।

□ প্রায় 40 বছর ধরে বিভাগ করলে ফরাসি চিন্তা বিদদের স্বাভাবিক সংস্থা বা সংগঠনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল- ব্রুনস (Jean Brunhes), de-martonne, Albert-Demangeon, maximilien Sorre, Raoul Blanchard, Camille Vallaux প্রমুখ। এঁরা সকলেই বিভাগের চিরায় চরিত্রের সমর্থক।

বিভাগের পর সংস্থানগত ক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করে দিয়ে চিত্রকরগণ নয়।

III ফরাসের বাইরে সম্ভবনাবাদ ধারণা কিছু ভৌগোলিক এবং দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছিলেন। মার্কিন কিছু সংস্থানের প্রবীণ লেখক H.H বারোজ (Barrows) পরিবেশের প্রতি মানুষের উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করেন। আর্থিন ভৌগোলিক Carl-O-Sauer ছিলেন সম্ভবনাবাদের সমর্থক এবং তার মতে ভৌগোলিকদের ভূমিকা হল প্রাকৃতিক দৃশ্যের এবং সংস্কৃতিক দৃশ্যের আন্তঃসম্পর্ক এর প্রতি অনুসন্ধান ও অনুধাবন করা।

মূল্যায়ন | EVALUATION |

নিশ্চিত প্রাকৃতিক অবস্থায় মানুষের নানা সম্ভবনা থাকলেও মানুষ কখনই প্রাকৃতিক পরিবেশের নির্ধারিত পথের বাইরে যেতে পারে না। সম্ভবনাবাদ ধারণার সমালোচনা করেন সমকালীন কিছু চিন্তাশীল ব্যক্তি। গ্রিফিথ টেলর (Taylor) সম্ভবনাবাদের সমালোচনা করেন। এবং তিনি বলেন সামগ্রিকভাবে সমাজকেই লক্ষ্য করা উচিত। এবং উপদেষ্টা হিসাবে ভৌগোলিকদের কাজ হল কখনই প্রকৃতির পরিকল্পনার ব্যাখ্যা না করা। Taylor তিনি বলেন যে ভৌগোলিকদের কাজ হল প্রাকৃতিক পরিবেশকে জানা, মানুষের উপর প্রকৃতির প্রভাব জানা, কিন্তু সাংস্কৃতিক দৃশ্য সমস্যা বা মানুষের সমস্ত সমস্যা নয়। বর্তমানে মৌসুমী প্রায় সকলেই মেনে নিয়েছেন যে কোন নিয়ন্ত্রণবাদ অথবা কোন সম্ভবনাবাদ দৃষ্টিভঙ্গি লোকের কাছে আদর্শ নয়। ভৌগোলিকরা বর্তমানে বিশ্বাস করেন যে মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য এবং দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ অথবা উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে। দুয়েক কারণে সম্ভবনাবাদ ঠিক কট্টর নিয়ন্ত্রণবাদের মতোই অযৌক্তিক।

— • —

Neo-Determinism

নবনিয়ন্ত্রণবাদ

NEO-DETERMINISM

1950 দশকের কেমব্রিজের ভূগোলবিদেরা ভাবতে শুরু করেন যে মানবসমাজের বিকাশে পরিবেশের ভূমিকা পরোক্ষ হলেও গুরুত্বপূর্ণ। তারা বলেন মানুষের প্রগতির পথে পরিবেশ মঞ্চপাদাতার কাজ করে। এই চিন্তাধারা নবনিয়ন্ত্রণবাদ (Neodeterminism) নামে পরিচিত।

আগের অচলনীয় নিয়ন্ত্রণবাদী চিন্তার সঙ্গে এই নতুন অপেক্ষাকৃত নমনীয় নিয়ন্ত্রণবাদের পার্থক্য সুস্পষ্ট। নবনিয়ন্ত্রণবাদ বস্তুজগতের সঙ্গে, এবং বিভিন্ন বিষয়ের অর্থে কার্যকারণ সম্বন্ধকে পুনঃস্থাপন করলেও কিছু একটি সঙ্গে পুরনো দ্বিপক্ষীয় নিয়ন্ত্রণবাদের কাঠিন্যকে পরিত্যাগ করল।

নবনিয়ন্ত্রণবাদের প্রথম ধারণা দেন অস্ট্রেলিয়ার অন্যতম ভৌগোলিক গ্রিফিথ টেলর (G. Taylor)। তাঁর মতে- কোনো দেশের মূল অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ সেই এলাকার পরিবেশ দ্বারা ব্যাপকভাবে নিয়ন্ত্রিত। কোনো দেশ অর্থনৈতিক উন্নতির কোন পথে যাবে তা আগে থেকেই প্রকৃতি দ্বারা নির্ধারিত হয়ে আছে। তাঁর মতে, মানুষ শুধুমাত্র সভ্যতার বা উন্নয়নের গতিকে হ্রাস করতে পারে বা থামিয়ে দিতে পারে। কিন্তু প্রকৃতি নির্দিষ্ট পথের বাইরে উন্নয়নের অভিমুখ পরিবর্তন করতে পারে না। কিন্তু মানুষ যদি দূরদর্শী হয় তবে প্রকৃতির নির্দেশিত পথের বাইরে কখনই তার যাওয়া উচিত নয়। মানুষ দলটি বড়ো শহরের ট্রাফিক পুলিশের মতো, যে signal বা সাংকেত গাড়ির গতিকে কমাতে বা থামাতে পারে, কিন্তু গাড়ির দিক পরিবর্তন করতে পারে না।

তিনি একইভাবে মানুষ তার কারিগরী দক্ষতা, জ্ঞান প্রকৃতি দ্বারা প্রকৃতি নির্দেশিত পথে তার উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করতে পারে, আবার নির্বুদ্ধিতার দরুন উন্নয়নের গতিকে কমিয়েও দিতে পারে। Taylor এর ধারণাকে STOP AND GO নামে অভিহিত করা হয়।

Taylor কে নবনিয়ন্ত্রণবাদী বলা হয় তার কারণ চিরাচরিত নিয়ন্ত্রণবাদী চিন্তাধারার তুলনায় তিনি মানুষকে কিছুটা বেশি অধিকার দিতে প্রস্তুত। তাঁর মতে, যে কোনো অঞ্চলই প্রাকৃতিক পরিবেশ কিছু সুযোগ বা সম্ভাবনা নির্দেশ করে, মানুষ তার প্রয়োজন ও সাধ্যমতো এক বা একাধিক সম্ভাবনা বা সুযোগ বা রাস্তা পছন্দ করতে পারে। কিন্তু এই প্রকৃতি প্রদত্ত সুযোগের বাইরে মানুষ যদি যায় তবে বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং মানুষকে বেছে নিতে হয় সেই সম্ভাবনাগুলি যেগুলি প্রকৃতি তার সামনে তুলে ধরেছে;

Scanned with CamScanner

যা একান্তভাবে প্রকৃতিনির্ভর। অর্থাৎ এখানে আমরা চরম নিয়ন্ত্রণবাদ বা কঠোর সম্ভাবনাবাদের মাঝামাঝি একটি স্থান পাচ্ছি। Taylor এর কথায় অনন্ত অসীম সম্ভাবনা বলে কিছু নেই। প্রতিটি পছন্দের জন্যই মানুষকে একটা দাম দিতে হয় এবং সুযোগ বেছে নেওয়ার সময় মানুষ ভুলও করতে পারে।

নবনিয়ন্ত্রণবাদের আরেকজন প্রবক্তা হলেন রুশ ভূগোলবিদ Vesevolod Anuchin (V. আনুচিন) এর মতে — মানুষ ও প্রকৃতির সম্পর্ক একমুখী নয় বা দ্বিমুখী। প্রকৃতি সক্রিয় হলেও মানুষকে একেবারে নিষ্ক্রিয় বলা যায় না। মানুষের সংগ্রাম বিশেষ উদ্দেশ্যপূর্ণ। প্রকৃতি সবসময় মানুষকে যে বাধা দেয় তা নয়, অনেক সময় তাকে মন্ত্রণাও দেয়।

Scanned with CamScanner

নিয়ন্ত্রণবাদ (Determinism)

নিয়ন্ত্রণবাদের উৎপত্তি | ঊনবিংশ শতকে ভূগোলকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানরূপে গণ্য করা শুরু হয়। কার্ল রিটার তাঁর গবেষণামূলক কাজের দ্বারা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ভৌগোলিক নিয়ন্ত্রণবাদ (Geographical determinism) গড়ার সূত্রপাত করেন। রিটার এর মতে ভূগোলের মুখ্য উদ্দেশ্য মানুষকে গবেষণা করা, মানুষের জীবন ধারণ ও কর্মপদ্ধতির ওপর যাতে প্রাকৃতিক পরিবেশ যে প্রভাব বিস্তার করে তার অধ্যয়ন করা। রিটারের এই বক্তব্যকে প্রসারিত করেন তাঁর শিষ্য ফ্রেডরিক র‍্যাটজেল (Ratzel)। রিটারের পরমতোত্তরবাদ থেকে সরে এসে তিনি ঐশ্বরিক নিয়ন্ত্রণবাদের পরিবর্তে পরিবেশগত নিয়ন্ত্রণবাদের প্রতিষ্ঠা করেন। একে সামাজিক ডার্উইনবাদও বলা হয়।

১৮৫৯ সালে প্রকাশিত ইংরেজ বিজ্ঞানী চার্লস ডার্উইনের 'The Origin of Species' গ্রন্থকে মানুষ ও তার সব ধরনের কার্যকলাপকে ক্রমবর্ধমানভাবে মূলত প্রাকৃতিক অবস্থার উপর নির্ভরশীল হিসাবে দেখা হয়েছে।

[নিয়ন্ত্রণবাদের মূল কথা]

মানুষের সব ধরনের কর্মতৎপরতা প্রাকৃতিক পরিবেশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও প্রভাবিত হচ্ছে— এই চিন্তাধারা ভূগোলে পরিবেশবাদ নামে পরিচিত। আমাদের কিছু করণীয় নাই, আমরা পরিবেশের হাতের পুতুল। পরিবেশ আমাদের যেভাবে চালায় আমরা সেই ভাবে চলি, যে কাজ করতে বাধ্য করে সেই কাজ করি— পরিবেশ সবকিছু নিয়ন্ত্রণকারী ভূমিকায় এই মতবাদকে পরিবেশগত নিয়ন্ত্রণবাদ বলা হয়।

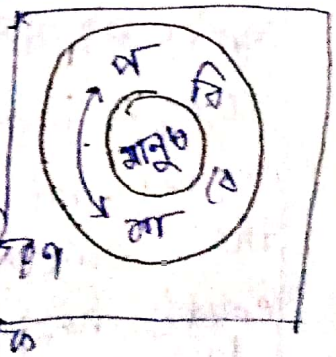

- সহজভাবে বলতে গেলে, একটি সামাজিক গোষ্ঠী বা জাতির ইতিহাস, সংস্কৃতি, জীবনযাত্রার ধরণ এবং বিকাশের ধারা তার পরিবেশের প্রাকৃতিক বিষয়গুলির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।
- নিয়ন্ত্রণবাদীদের মতে মানুষ হল নিষ্ক্রিয় এজেন্ট যার

Scanned with CamScanner

উপরে প্রাকৃতিক বিষয়গুলি লাভ করছে এবং মানুষের সৃষ্টিকর্ম ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে।

নিয়ন্ত্রণবাদের তিন প্রধান প্রবক্তা ও তাঁদের ভাষ্য

① এলেন চার্চিল সেম্পল। (Semple)
② এলসওয়ার্থ হান্টিংটন। (Huntington)
③ ডেমোলাঁ (Demolins)

• সেম্পল | র‍্যাটজেলের ছাত্রী আমেরিকান ভূগোলবিদ মিস এলেন সেম্পল 'Anthropogeographie' গ্রন্থের বিষয়বস্তু ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করে ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে "Influence of Geographic Environment" নামে প্রকাশ করেন। এ গ্রন্থে র‍্যাটজেলের ধারণা আরও জোরালোভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। সেম্পল বলেন, মানুষ ভূপৃষ্ঠের প্রত্যক্ষ ফল এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ তাঁর দেহ, মন, ও অস্তিত্বের সাথে অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত।

তাঁর মতে — মা যেমন তার সন্তানকে লালন পালনের মাধ্যমে নিজ গুণ ও বৈশিষ্ট্য সন্তানের মধ্যে সঞ্চার করে, ঠিক তেমনি প্রকৃতি, তার মধ্যে বসবাসকারী মানুষকেও নিজগুণে সমৃদ্ধ করে। মা যেমন তার শিশুকে উচিত্য পথে চলার জন্য শিক্ষা দেয়, পর সামনে কঠিন সমস্যা সৃষ্টি করে তাকে জীবন সংগ্রামের জন্য তৈরী করে, একই ভাবে আমাদের প্রকৃতিও মাঝে মাঝে কঠিন সমস্যার সৃষ্টি করে আবার তার সমাধান ইঙ্গিতও দিয়ে দেয়।

"Man is a product of earth's surface. This means not merely that he is a child of the earth, dust of her dust; but that earth has mothered him, fed him, set him tasks, directed his thoughts, ... confronted him difficulties that have strengthened his body and

sharpened his wits----" E.C. Semple, 1911

□ এর উদাহরণ হিসাবে সেম্পল পার্বত্য মানুষের জীবনপ্রণালীকে দেখিয়েছেন। তাঁর মতে পার্বত্য অঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রা প্রণালী, পর্বত এলাকার বন্ধুর প্রকৃতি, সেখানকার অধিবাসীদের পেশাকে প্রভাবিত করেছে।

□ সেম্পলের সময় থেকে নিয়ন্ত্রণবাদ ধারণা পরিবেশগত নিয়ন্ত্রণবাদ (Environmental Determinism) নামে জনপ্রিয়তা লাভ করে।

• হান্টিংটন | এলসওয়ার্থ হান্টিংটনের প্রধান গ্রন্থ 'মানবীয় ভূগোলের নিয়মাবলী' (The Principles of human geography) এবং 'সভ্যতা ও জলবায়ু' (1915) গ্রন্থ দুটি প্রকাশিত হয়। তাঁর প্রধান যুক্তি ছিল — জলবায়ু মানুষের সভ্যতাকে যুগে যুগে নিয়ন্ত্রণ করে। কোনো অঞ্চলে মানবসভ্যতা কতখানি অগ্রসর হবে তা নির্ভর করে সেখানকার জলবায়ুর উপর। জলবায়ুর উপরে এই গুরুত্ব আরোপের কারণে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীকে জলবায়ুগত নিয়ন্ত্রণবাদ বলা হয়। — উদাহরণ:- গ্রীসের মুনিমুনি জাতির সংস্কৃতি উন্নতির জন্য তাদের সুচিন্তিত অনুকূল জলবায়ুকে দায়ী করা হয়।

• গ্রঁতগ্রঁত ভেমোর্গাঁর | ভেমোর্গাঁর 'মানবজাতির প্রধান যাতায়াতপথসমূহ' ('Les Grandes Routes des Peuples') রচনায় পরিবেশগত নিয়ন্ত্রণবাদ এক নতুন রূপ ধারণ করেছে। প্রথম খণ্ডের মুখবন্ধে উক্ত হয়েছে তাঁর মূল ভাবধারা: মানুষ ও জাতির বৈশিষ্ট্যের প্রাথমিক ও সর্বশেষ কারণ হল তারা যে পরিবেশের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে, সেই পথ। তাঁর বক্তব্যের সারকথা হল — মানুষের সংগঠন ও বিকাশ কতটা নিয়ন্ত্রিত হয় পরিবেশের দ্বারা।

□ উদাহরণস্বরূপ তিনি ইউরোপিয়ান স্টেপ তৃণভূমি অঞ্চলে বসবাসকারী যাযাবর গোষ্ঠীগুলির কথা বলেন। সেই স্থান তৃণভূমির জন্য এই বিস্তৃত তৃণভূমি অঞ্চলে পশুচারণ ও যাযাবর শ্রেণির সমতা গড়ে উঠেছে।

অন্যান্য সমর্থক | পেরিক গেডস, 'ম্যাক ক্যারিসন, W.M ডেভিস প্রমুখ ভৌগোলিক এই মতবাদের সমর্থক,

Scanned with CamScanner

সমালোচনা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে পরিবেশগত নিয়ন্ত্রণহীন দারুণ আক্রমণের মুখে সম্মুখীন হয়। এর জন্য দায়ী এ তত্ত্বের চরমপন্থিতা ও নমনীয়তার অভাব। মানুষের জীবন প্রকৃতি দ্বারা প্রভাবিত হয়। যেমন সত্য কথা তেমনি মানুষ প্রাকৃতিক অবস্থাগুলিকে বদলানোর ক্ষমতা রাখে এবং অস্বীকার করা যায় না। এই তত্ত্বে মানবীয় বৈশিষ্ট্য ধরে ওঠেনা।

∴ পরিবেশগত নিয়ন্ত্রণবাদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড়ো সমালোচনা হল এই যে ইকোলজিস্টরা দ্বৈতবাদের সৃষ্টি করেছে — প্রাকৃতিক ও মানবীয় দুটি শাখায়।